بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

তাবূকের যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকাল তাবূকের যুদ্ধের বর্ণনা চলছে।

যখন মহানবী (সা.) অভিযানের জন্য রওয়ানা হলেন, ইতিহাস আমাদের জানায় যে ইসলামী সেনাদল বিভিন্ন স্থানে বিরতি নিতে নিতে যাত্রা অব্যাহত রেখেছিল এবং এই পুরো সফরের সময় নিয়মিতভাবে যোহর ও আসর, এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করা হয়েছিল।

এই সফরে **হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রা.)**-এর নামাযে ইমামতি করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। একইভাবে, সফরের পথে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ 'কওমে সামূদ'-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন। সেই স্থানের নাম ছিল **হিজর**, যা মদীনা থেকে তাবূক যাওয়ার পথে অবস্থিত - বর্তমানে এটি **মাদাইনুস সালেহ** নামে পরিচিত। তিনি (সা.) সেখানে অবস্থানরত সাহাবাদেরকে ঐ স্থানের পানি ব্যবহারের বা ওজু করার নিষেধ করেন এবং সতর্ক করে বলেন- **তোমরা সেই জাতির বসতিতে প্রবেশ করো না, যারা জুলুম করেছিল, তবে যদি প্রবেশ করো, তবে কাঁদতে কাঁদতে করো-এ আশঙ্কায় যে, তাদের উপর যে শাস্তি নেমেছিল, তা যেন তোমাদের উপর না নেমে আসে।** একটি বর্ণনায় এসেছে, যখন মহানবী (সা.) ঐ জনপদের পাশে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তাঁর চেহারা ঢেকে নেন এবং তাঁর উটকে নিয়ে দ্রুত অগ্রসর করেন।

এই সফরের সময়ই মহানবী (সা.)-এর উট **কাসওয়া** হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে। এ প্রসঙ্গে একজন মুনাফিক আপত্তি করলে তিনি (সা.) বলেন, **আপত্তিকারী বলে যে, মুহাম্মদ (সা.) নিজেকে নবী দাবি করে**

কিন্তু এতটুকুও জানে না যে, এই হারিয়ে যাওয়া উটনীটি কোথায়? মহানবী (সা.) বলেন, **খোদার কসম! আমি ততটুকুই জানি যতটুকু আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে অবগত করেন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে জানিয়েছেন, অমুক উপত্যকায় এই উটনীটি রয়েছে।**

এই যাত্রাপথে যাত্রীদের খাদ্যসামগ্রী তথা রসদও নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। পথিমধ্যে সঙ্গীগণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে, তাঁরা মহানবী (সা.)-এর নিকট তাঁদের পানি বহনকারী উটসমূহ কুরবানী করার অনুমতি চাইলেন, যা প্রিয় নবী (সা.) প্রদান করলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করলেন যে, এর ফলে তো বাহন সংখ্যা কমে যাবে। তিনি পরামর্শ দিলেন, আপনি বরং এমন ব্যবস্থা করুন যে, মানুষের কাছে অবশিষ্ট যে সামান্য খাদ্য মজুদ আছে, তা সংগ্রহ করুন এবং এর উপর বরকতের জন্য দোয়া করুন। সুতরাং, এমনটাই করা হলো। মহানবী (সা.) সেই খাদ্যসামগ্রীর উপর বরকতের দোয়া করলেন, যার ফলস্বরূপ খাদ্যভাণ্ডারে এমন প্রাচুর্য সৃষ্টি হলো যে, সকলেই আহার করে তৃপ্ত হলেন, এবং তারপরেও রসদ যথেষ্ট পরিমাণে অবশিষ্ট রয়ে গেল।

এই সফরের সময় এমন বহু ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, যেগুলো থেকে গভীর শিক্ষণীয় দিক ও গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা উদ্ভাসিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একবার দু'জন ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। এক ব্যক্তি রাগের বশে অপরের হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি হাত টান দিয়ে ছাড়িয়ে নিল, ফলে প্রথম ব্যক্তির দাঁত ভেঙে গেল। প্রথম ব্যক্তি তখন মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করল এবং দাবি জানাল যে তার ভাঙা দাঁতের জন্য '**দিয়ত**' (রক্তপণ বা ক্ষতিপূরণ) আদায় করা হোক। কিন্তু মহানবী (সা.) তার এই দাবি এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, **তুমি কি আশা কর যে সে তোমার মুখে হাত রাখবে যাতে তুমি কামড়ে তাকে আঘাত করতে পারো? যেন তার হাত কোনো উটের মুখের মধ্যে পড়ে গেছে!** অতএব, মহানবী (সা.) এ রকম ভিত্তিহীন দাবিকে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং শেখালেন যে, দিয়তের (ক্ষতিপূরণের) দাবি সবসময় ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ ও সত্য ঘটনার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়।

একইভাবে, এই সফরের সময় এক পর্যায়ে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবিগণ একটি খেজুর বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁদের বললেন, তোমরা অনুমান করে দেখো, এই বাগানে মোট কতটা খেজুর ফল হবে? সাহাবারা নিজেদের মতো করে অনুমান করলেন। শেষে রাসূলাল্লাহ্ (সা.) স্বয়ংও একটি অনুমান প্রদান করলেন। বাগানের মালিক এক মহিলা তখন পাশে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হলো, যখন ফল তোলা হবে, তখন মোট ফলের ওজন মনে রেখো। কিছুদিন পর, সফর শেষে ফিরে আসার পথে সেই মহিলাকে বাগান থেকে প্রাপ্ত ফলের ওজন জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি ঠিক সেই ওজনই জানালেন যা মহানবী (সা.) অনুমান করেছিলেন। এই ঘটনা ছিল মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের এক স্পষ্ট নিদর্শন। এটি প্রমাণ করে যে, তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কর্মই ছিল আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় পরিচালিত।

এরপর, এই সফরের সময় মহানবী (সা.) একদিন বললেন যে, আজ রাতে প্রচণ্ড বাতাস এবং ঘূর্ণিঝড় আসবে। ফলস্বরূপ, ঠিক তেমনই হলো এবং খুব তীব্র বেগে ঝড় বইল। এই সফরের সময় বিভিন্ন প্রকারের অলৌকিক ঘটনা (মু'জিযা) প্রকাশ পেয়েছিল, যার মধ্যে বৃষ্টিপাত হওয়া, খাদ্য ও পানীয়ের রেশনে বৃদ্ধি ঘটা এবং শুকনো কুয়োয় পানি ভরে যাওয়ার মতো অলৌকিক ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তাবূকের যুদ্ধের সময় প্রহরার দায়িত্ব সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) বিশেষ নিরাপত্তার দায়িত্বে **হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)**-কে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর সহচরদের নিয়ে রাতে ইসলামী সেনাদলের চারপাশে টহল দিতেন। এক রাতে হযরত আব্বাদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, **হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা যখন রাতের বেলায় টহল দেই, তখন দূর থেকে তাকবিরের আওয়াজ শুনতে পাই। আপনি কি আমাদের ছাড়া অন্য কাউকে প্রহরার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন?** এ প্রশ্নের উত্তরে মহানবী (সা.) বললেন, **না, আমি তোমাদের ছাড়া কাউকে প্রহরায় নিযুক্ত করিনি। তবে সম্ভব যে, কিছু মুসলমান স্বেচ্ছায়, ভালোবাসার টানে নিজেরাই বেরিয়ে পড়ে আল্লাহ্‌র পথে প্রহরার কাজ করছে।** এ সময় **হযরত সালকান বিন সালামা (রা.)** উঠে দাঁড়ালেন - যাঁর ওপর আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, কিন্তু নবীজির প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থেকে নিজ উদ্যোগে তিনি প্রহরার দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করলেন, **হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার দশজন অশ্বারোহী সাথী নিয়ে রাতে বের হই, যেন এই নিযুক্ত প্রহরীদেরও নিরাপত্তা দিতে পারি।** এ কথা শুনে মহানবী (সা.) অত্যন্ত স্নেহভরে তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, **আল্লাহতা'লা তাদের প্রতি রহম করুন যারা আল্লাহ্‌র পথে পাহারাদারদেরও পাহারা দেয়। তোমরা মানুষ হোক বা পশু-যারই রক্ষা করেছ, প্রত্যেক প্রাণীর বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমাদের এক কিরাত (অর্থাৎ বিপুল) সওয়াব দান করবেন।**

তাবূকের সফরের সময় লোকদের অবস্থা এমন ছিল যে, প্রতিটি বিরতিতে কিছু না কিছু লোক পিছিয়ে পড়ত। সাহাবারা এসে বলত, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আজ অমুক ব্যক্তি পিছনে রয়ে গেছে। তখন তিনি বলতেন, তাকে ছেড়ে দাও। যদি তার মধ্যে কল্যাণ থাকে, আল্লাহ্ স্বয়ং তাকে তোমাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন; আর যদি অন্য কিছু থাকে, তবে আল্লাহ্ তোমাদের তার থেকে মুক্তি দেবেন। একবার হযরত আবূ যরের উট খুব ধীর হয়ে পড়ল। অবশেষে তিনি উটটি ছেড়ে দিয়ে নিজের বোঝা কাঁধে তুলে নবীজির পেছনে হাঁটতে শুরু করলেন। কয়েক দিন পর এক বিরতিস্থলে লোকেরা দেখল, দূর থেকে একজন একা আসছে। তারা মহানবী (সা.)-কে বিষয়টি জানাল। তিনি বললেন, **যেন সে আবূ যর হয়। যখন লোকটি কাছে এল, তখন লোকেরা জানাল যে তিনি আবূ যরই। তখন নবীজি বললেন, আল্লাহ্ আবূ যরের প্রতি দয়া করুন। সে একা চলেছে, একাই মারা যাবে এবং একাই পুনরুত্থিত হবে।**

মহানবী (সা.)-এর এই বাণী হুবহু পূর্ণ হলো। হযরত উসমানের খিলাফতের সময়ে আবূ যর তাঁর পরিবারসহ মদিনা থেকে দূরের এক স্থানে চলে গিয়েছিলেন। যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তাঁর স্ত্রী উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি বললেন, **চিন্তা করো না, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে একজন মরুভূমিতে মারা যাবে এবং তার জানাযায় মো'মনদের একটি জামা'ত অংশ নেবে।** একই সঙ্গে হযরত আবূ যর (রা.) বললেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ কথা বলেছিলেন, তখন সেখানে উপস্থিত সবাই আজ মৃত্যুবরণ করেছেন, এবং তাঁদের কেউই মরুপ্রান্তরে মৃত্যুবরণ করেননি। সুতরাং সেই ব্যক্তি আমি-ই। তাই তুমি চিন্তা করো না। আমি মারা গেলে আমাকে গোসল করিয়ে মদিনার পথে রেখে দিও। অতঃপর ঠিক তেমনটাই করা হলো। কিছু সময় পর **আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)** তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছালেন-তাঁরা ইরাক থেকে উমরাহর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে এটি হযরত আবূ যরের (রা.) জানাযা, **তখন তাঁরা কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সত্যই বলেছেন- আবূ যর একাই চলবে, এবং একাই মৃত্যুবরণ করবে।** এরপর তাঁরা তাঁর জানাযা পড়লেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করলেন।

পরিশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) দোয়ার তাহরিক করে বলেন যে, রাবওয়ার মসজিদে হামলার ঘটনায় যারা আহত হয়েছেন, আল্লাহ্‌তা'লা যেন তাঁদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখেন এবং দ্রুত পূর্ণ আরোগ্য দান করেন। আল্লাহ্ পাকিস্তানে বিরোধীদের প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিন। রাবওয়ায় **খতমে নবুওত**-এর নামে বিরোধীরা যে সমাবেশ করছে, মৌলভিরা যে ঘৃণিত ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করছে-আল্লাহ্‌তা'লা যেন আমাদের তাঁদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন।

হুযূর আনোয়ার বাংলাদেশে বসবাসরত আহ্‌মদীদের জন্যও দোয়ার তাহরিক করেন-যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদেরকেও নিরাপদ রাখেন, কারণ সেখানে বিরোধীরা মন্দ পরিকল্পনায় লিপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়। মধ্যপ্রাচ্যের জন্যও দোয়া করতে বলেন-আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি দয়া করুন এবং জালেমদের হাত থেকে মুক্তি দান করুন। গত দুই দিনের ঘটনাবলি প্রমাণ করেছে যে, যে যুদ্ধবিরতির কথা বলা হচ্ছিল, তা কেবল নামমাত্র ছিল। আল্লাহ্‌তা'লা যেন সেই নির্যাতিত মানুষদের জুলুম থেকে রক্ষা করেন এবং জালেমদের ওপর নিজের শাস্তি অবতীর্ণ করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)
31 *October* 2025
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in